UITS 2nd CONVOCATION 2014

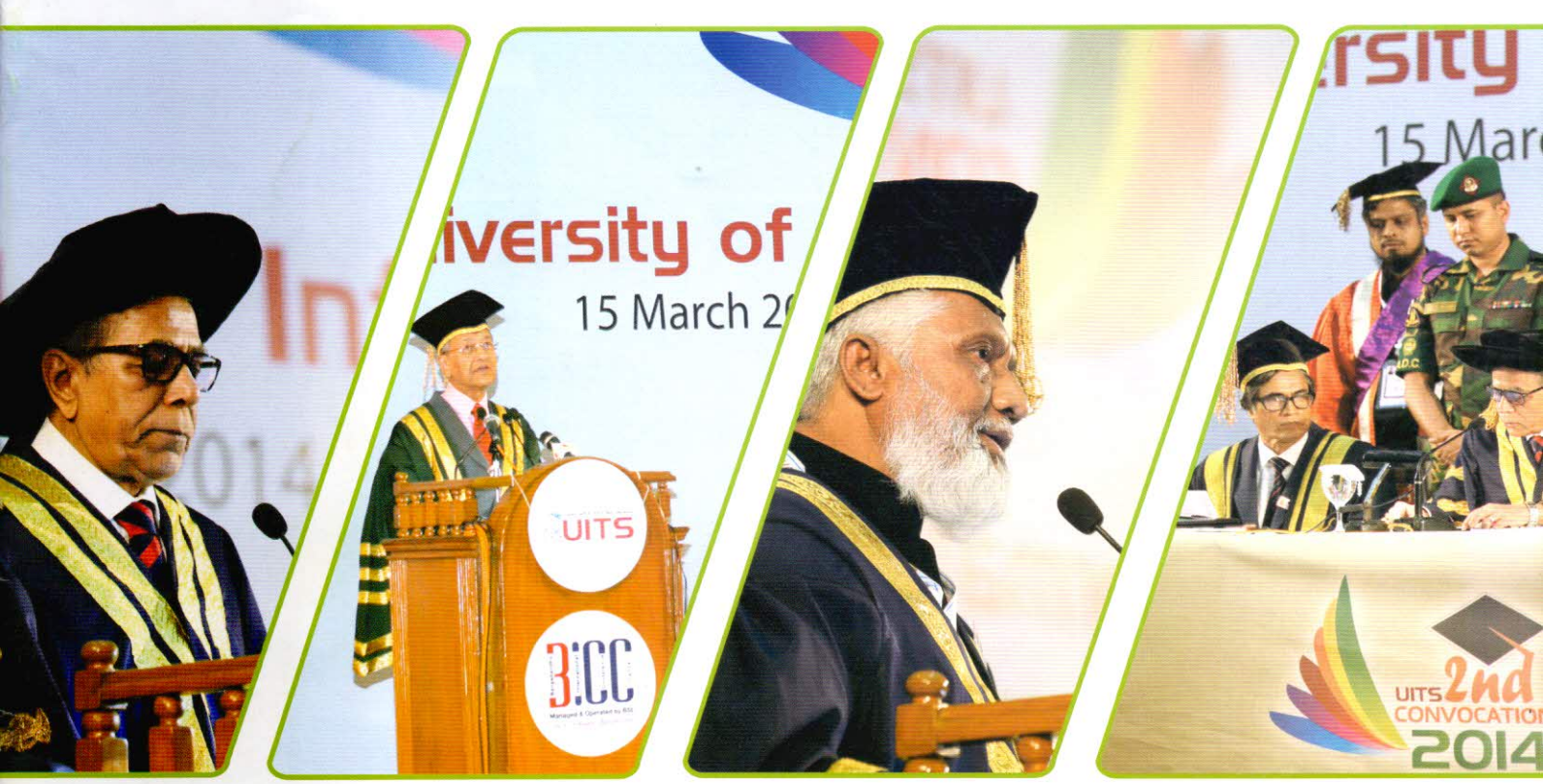

Newsletter

Special Isssue on

UITS 2nd Convocation

Future will be better than thy past

UITS

I T S RESEARCH CENTER

2014

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY & SCIENCES

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and former Honorable Prime Minister of Malaysia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad.

Prime Minister hosted a dinner party in honor of
Dr. Mahathir on 15th March, 2014 in Gonobhaban, Bangladesh

Contents:

1. Speeches : **Page**

a. Honorable President and Chancellor Md. Abdul Hamid 5

b. Convocation Speaker Tun Dr. Mahathir bin Mohamad 8

c. Honorable Education Minister Mr. Nurul Islam Nahid M.P. 10

d. Welcome Address by Alhaj Sufi Mohammed Mizanur Rahman, Chariman, BoT of UITS and Chairman PHP Family. 12

e. Vice-Chancellor Professor Dr. Muhammad Samad 15

f. Pro-Vice Chancellor Professor Dr. K M Saiful Islam Khan 19

2. Photo Gallery 21

Dear Readers!

The Newsletter is the memoirs of the grand occasion of the 2nd Convocation of UITS. This Convocation was also glorified specially like the first one with the historic presence of the Convocation Speaker His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, the Former Prime Minister of Malaysia was the Honorable Convocation Speaker. In the First Convocation His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, the Former President of India was the Honorable Convocation Speaker.UITS feel proud to invite the great leader of Asia in the convocation which had inspired the young generation to chose them as ideals in their future life.

The invaluable speeches of the President and Chancellor, Convocation Speaker, Education Minister, Chairman of the Board of Trustees, Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor of the University are also presented with immemorable pictures of the event.

Editor

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর চ্যান্সেলর জনাব মো: আবদুল হামিদ-এর ভাষণ

আস্‌সালামু আলাইকুম।

সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড: মুহাম্মদ সামাদ, His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, The former Prime Minister of Malaysia and Convocation Speaker, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি. মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, UITS এর ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়্যারমান সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং উপস্থিত সম্মানিত সুধীমন্ডলী।

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে আমি বিশ্ববিদ্যালয় নবীন গ্রাজুয়েটদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাই গ্রাজুয়েটদের অভিভাবক, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সমাবর্তন, শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষকদের জীবনে খুবই গুরত্বপূর্ণ। কারণ সমাবর্তনের মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার্থীদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়নের সুযোগ পায়। তাই প্রতিটি সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। আমি জেনে খুশি হয়েছি ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের নিরলস তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আমি তাদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথীর বিন মোহাম্মদ সমাবর্তন বক্তা হওয়ায় এই সমাবর্তনের মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্যে আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, the former Prime Minister of Malaysia, it is my great pleasure in welcoming Your Excellency, the architect of modern Malaysia and a man of letters to Bangladesh. On behalf of all the Universities and my own behalf I extend my sincere thanks and appreciation to you for honoring us with your kind presence and delivering convocation speech at this august gathering. I believe it is your personal touch and trust to the people of Bangladesh. I thank you for your eloquent, persuasive and stimulating speech which are the words of high appreciation in regards to education that will remain impressed in the memories and the hearts of us all. Through Your Excellency I also extend my warm felecitation and thanks to the brotherly people of Malaysia.

সম্মানিত সুধীমণ্ডলি, মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জনের মাস। বক্তব্যের শুরুতে আমি সশ্রদ্ধ স্মরণ করি সেই সব অকুতোভয় বীর শহীদদের যারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন উৎস্বর্গ করেছেন। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করি বাঙালী জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্মরণ করি জাতির চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সমর্থকসহ সর্বস্তরের জনগণকে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলি, একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষা। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সামাজিক ও কৌশলগত উন্নয়ন নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সর্বোপরি গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই উপমহাদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার বিদ্যাপীঠ শুধু বিদ্যার সঞ্চার নয়, বিদ্যার গৌরবেও ছিল খ্যাতিমান। পন্ডিত শিলভদ্রের মত শিক্ষক ছিলেন

এসব প্রতিষ্ঠানে। বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, সৃষ্টির পরম আনন্দে সকলকে চিত্তসম্পদ দান করার দায়িত্ব জ্ঞান ছিল সব শিক্ষকদের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষার সাথে আনন্দের সংযোগ ঘটাতে হবে। মানবপ্রেম, মনুষ্যত্ব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর কৌশলকে শিক্ষার সাথে সম্মিলন ঘটাতে হবে। সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা নয়, পুঁথিগত বিদ্যার পাঠ নয়, নোট মুখস্থ করে পাশ করা শিক্ষা নয়। আলোকিত মানুষ হবার শিক্ষা চাই। সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার শিক্ষা চাই। হাজার দুয়ারের আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কুসংস্কার আর অন্ধকার কুপমন্ডকতাকে প্রায় আবিষ্ট বদ্ধ ঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ; শিক্ষা আমাদের শিখাবে তা পরিহার করতে। যা কিছু অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা তা বিকার বলে সবার কাছে প্রতিবাদ করবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশী। মানুষে মানুষে সম্মিলন ঘটানোর শিক্ষাই আমরা চাই। গ্রীক দার্শনিক মহামতি সক্রেটিস বলেছেন, "Virtue is Knowledge". আমাদের সেই Virtue বা সদগুণে গুণান্বিত হতে হবে যেখানে বৈষয়িক অর্জনের পরিবর্তে আত্মিক উপলব্ধির উপরে জোর দেয়া হয়েছে।

> আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ইউআইটিএস তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় কলা, সমাজ বিজ্ঞানের শাখা অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ব্যয়বহুল বিধায় এখানে সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। তাদের শিক্ষার জন্য বৃত্তিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। স্বল্পব্যয়ে শিক্ষাদানে ইউআইটিএস এর অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই।

উপস্থিত সম্মানিত সুধী মণ্ডলি, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর উচ্চ শিক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্ধ ডজনেরও বেশী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইন ১৯৯২ সালে পাশ হলেও এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা, উপাচার্য, শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। এ সকল সমস্যা নিরসন কল্পে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যক্টঃ - ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ, উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। ২০০৫ সালে উচ্চশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ। বর্তমানে এর সংখ্যা ২২ লক্ষেরও বেশী। সাত-আট বছরে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার দ্বিগুণ হওয়ার উদাহরণ পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যায় না। উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার হারে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। প্রথম স্থানে আছে চীন, তারপর ভারত এবং এরপরে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান। আমাদের দেশের এ বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রীকে জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যদি বিশ্বমানের করা যায় তাহলে এ দেশের পক্ষে যে কোন পর্যায়ে স্বল্প সময়ে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

কয়েকদিন আগে বিশ্বব্যাংকের এক মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষাখাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। শিক্ষার প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিগম্যতা ও সমতা অর্জনে সাফল্য এসেছে। আগামী দশ বছরে কর্মক্ষম নাগরিকের সংখ্যা বাড়বে এবং আমাদের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমবে। এর ফলে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ও দ্রুত বেড়ে ওঠা প্রবৃদ্ধিসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে এ দেশ। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের পরবর্তী ধাপে উন্নীত করতে হলে ভাবতে হবে কি করে শিক্ষার বিনিয়োগ অর্থবহ ভাবে বাড়িয়ে বিশ্ববাজারে জোর প্রতিযোগিতায় নামা যায়। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ইউআইটিএস তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় কলা, সমাজ বিজ্ঞানের শাখা অন্তর্ভূক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ব্যয়বহুল বিধায় এখানে

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। তাদের শিক্ষার জন্য বৃত্তিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। স্বল্পব্যয়ে শিক্ষাদানে ইউআইটিএস এর অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। কেবল বিত্তবান ঘরের সন্তান নয় দরিদ্র ঘরের সন্তানরাও যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সেই বিষয়টি সুবিবেচনার জন্য আমি সংশিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

On the Stage are VC, Chancellor, BoT Chairman and Mahathir.

সম্মানিত সুধী, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নে টিকে থাকার জন্য নিজেদেরকে আরো যোগ্য করে গড়ে তোলার গুরত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জ্ঞানচর্চার ও বিস্তারের কোন বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষা এখন সময়ের দাবী। শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। চাহিদা ভিত্তিক, কর্মনির্ভর শিক্ষা এ যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ইউআইটিএস এ লক্ষ্যকে ধারণ করে দীর্ঘ যাত্রায় সামিল হয়েছে।

প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ, তোমাদের কৃতিত্বে আমি তোমাদের আবারও অভিনন্দন জানাই। তোমরা আজ গ্রাজুয়েট, দেশের উচ্চতর মানব সম্পদ। তোমাদের মনে রাখতে হবে আজকের এই সমাবর্তন একদিকে যেমন তোমাদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে তেমনি দায়িত্বও অর্পন করছে। সেই দায়িত্ব নিজের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, সর্বোপরি দেশ ও জাতির প্রতি। মনে রাখবে, এ দেশ ও সমাজ আজ তোমাদের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তাদের কাছে তোমরা ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা ও মনন দিয়ে দেশ মাতৃকার কল্যাণ করতে পারলে সে ঋণ কিছুটা শোধ হবে। তোমরা এ দেশকে জানবে। জানবে দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তাহলে দেশপ্রেমের অনির্বাণ চেতনা তোমাদের পথ দেখাবে। সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগাবে। মনে রাখবে, সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে হলে তোমাদের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও কাজের প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে। তোমরা কর্মজীবনে সফল হও, সার্থক হও এ প্রত্যাশা করি।

His Excellency Dr. Mahathir bin Mohamad, I once again congratulate you for visiting Bangladesh and wish you a happy and enjoyable stay in Dhaka. I also wish Your Excellency a good health, happiness and personal wellbeing in the days to come.

পরিশেষে সবাইকে আবারো ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবি হোক। আস্‌সালামু আলাইকুম।

Convocation Speech of Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

Bismillahir Rahmanir Rahim.

His Excellency Mr. Md. Abdul Hamid, President of Bangladesh and Chancellor of UITS, Mr. Nurul Islam Naheed, the Honorable Minister of Education of Bangladesh, Alhaj Sufi Mizan, Chairman Board of Trustees of UITS, Dr. Muhammad Samad, Vice-Chancellor of UITS, distinguished guests, guardians and graduates, ladies and gentlemen,

Assalamu Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu.

Firstly I would like to thank the University and in particular Alhaj Sufi Mizan for inviting me to this convocation. I am especially happy to note that this University is devoted to Information Technology and Sciences. I am happy because over 500 years the Muslim Ummah has neglected this field of knowledge. It is true that we must know our religion. But it is not true that we should only focus on the study of our religion. We are asked to read "Iqra". But there was nothing specific about what to read. At that time when the Prophet received this message there was nothing on Islam to read. Therefore the early Muslims read the texts from the Greek, the Indian, the Chinese and the Roman civilizations and they benefitted from this. They benefitted from this to the extent that for hundreds of years the Muslims were famous in the field of science and mathematics. And because they were well versed in these subjects, they were able to set up the great Muslim civilization. Unfortunately, around the 15th century it was decided that there was no merit in pursuing this field of knowledge. And if you care to look at Islamic history or history of the Ummah you will find that from that time onwards the Muslim began to regress. But in the early 20th century all Muslim countries were under foreign rule. They were under foreign rule because they have no capacity to protect themselves, to defend themselves, to defend their religion. And this is because they lack scientific knowledge. Now we know very well that the Quran urges us to prepare for the defense of the Muslim Ummah, of the religion of Islam. In the days of the Prophet what was recommended in the Quran was to have war teach (teaching), war horses and weapons of that time. But today we cannot defend ourselves with war horses, swords, bows and arrows. We need rockets, we need fighter planes, we need warships, we need submarines and we need a lot of other things which require technological and scientific knowledge. But because we neglected this field we were unable to equip ourselves with our own weapons to protect the Muslims. Today the Muslims and

Convocation Speaker receives Crest from the Chancelor of UITS

their countries are in a terrible state. They are occupied by foreigners, they are attacked and invaded, their people have been killed and slaughtered and we can do nothing about it. Because in the whole Muslim world of over 50 countries, which claim to be Islamic, not one of them can be considered as developed. They are all dependent for their own defense from people who are not always friendly towards them. And this is because we have no capacity to invent, to design, to produce our own weapons. We should be, if not more superior to the weapons of those who are our detractors but at least as good as theirs. We do not know this; we do not have this ability because we have not pursued the sciences to build all these modern weapons. We need knowledge of science in all fields of science. And today information technology is even more important because we can communicate with any part of the world with the present systems of information created by information technology. Yes! We have to focus on our religion, that is so, because we lack that kind of knowledge that can build us a better Muslim society. There is nothing in Islam to stop us from building a good society for ourselves and certainly there is nothing in Islam to prevent us from preparing for our own defense. And in this preparation we need knowledge, not just knowledge of our religion as such but also knowledge in those areas which can contribute towards our progress and above all to our defense. I am sure that the graduates of the day, I congratulate you, and I am sure you would be imbued with this wish not only to better your own lot but also to participate in the building up of a great Muslim nation. You have the means, you have the intelligence, but sometimes we neglect the teachings of Islam, concentrating only on preparation for ourselves in the After (next) World. We have duty in this world besides "fardhe ain" (compulsory personal duties). We also have to perform "fardhe kefaya" (compulsory social duties), wherein, if we fail to provide the needs of the community we all will be sinning. So when the students of this university come here to study information technology and the sciences you are preparing yourselves for the defense of Islam and the Muslims. We have the capacity, we have the brains to do this but we lack focus and now that you have been given this opportunity to focus on an area where we are weak, I am quite sure that when you leave this University you'll put every effort into bettering yourself in the performance of your duty to yourselves and to the Muslim Ummah. This is your duty.

> I would like to thank the University and in particular Alhaj Sufi Mizan for inviting me to this convocation. I am especially happy to note that this University is devoted to Information Technology and Sciences.

Part of the attending graduates of the Convoaction Ceremony at Celebrity Hall.

I congratulate you. Thank you.

শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি-এর ভাষণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস-এর চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, Respected guest of Honor, Convocation Speaker, His excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Honorable former Prime Minister of Malaysia, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস-এর বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস এর সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামাদ, সম্মানিত ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, উপস্থিত সূধীমন্ডলি এবং যাদের জন্য আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান সেই সব প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আস্সালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এটা আমার জন্য বিরাট গৌরবের ও আনন্দের বিষয়। আমি খুবই আনন্দিত যে, যুগোপযোগী ও সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলি দ্বারা শিক্ষাদানের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য ইউনিভার্সিটির সাথে সংশিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি, ডিগ্রী প্রদান বক্তব্য কেবল আপনাদের নবীনদের জন্য নয় সমগ্র শিক্ষা পরিবারকে অনুপ্রেরণা দান করবে। আমি সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। Your Excellency the Honorable Guest of Honor and Convocation Speaker Dr. Mahathir bin Mohamad, your kind presence in this convocation and address to the new graduates would be great inspiration for all of us, particularly for our new generations. On behalf of the education family, I thank you and express our gratitude, best whishes to you sir.

প্রিয় নবীণ গ্রাজুয়েটবৃন্দ, আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। আপনাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। আজ আপনারা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের নিকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করছেন। আপনাদের এ সাফল্যের জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এ সাফল্য ও গৌরব অর্জন করতে আপনাদেরকে আপনাদের সম্মানিত অভিভাবকদেরকে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলি কে অনেক শ্রম ও মূল্য দিতে হয়েছে। আমি গ্রাজুয়েটদের পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

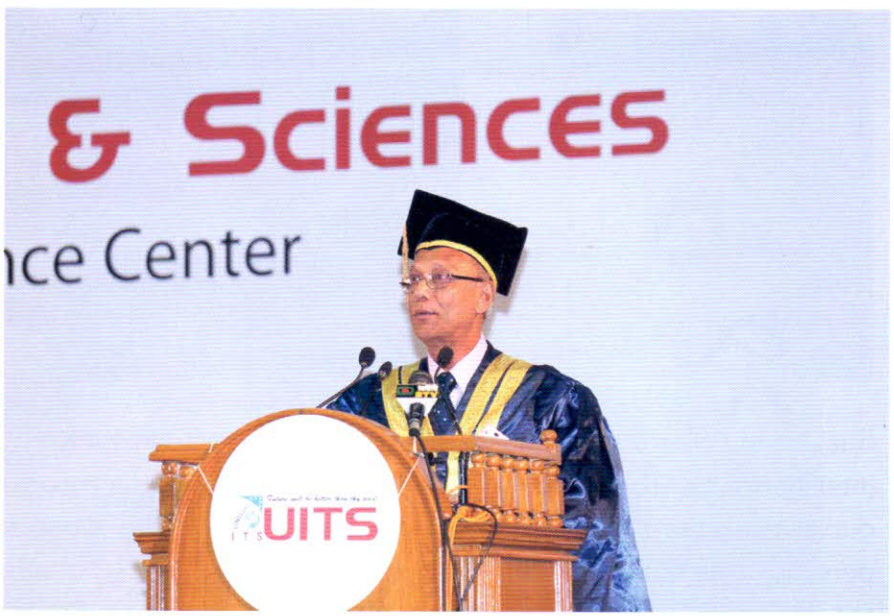

প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ, আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবন এখানে শেষ হলেও আপনাদের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হলো। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞানকে এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ও মেধার প্রয়োগে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সীমারও আর শেষ নেই। জীবনভর তা আয়ত্ত করে আরও বড় সাফল্য অর্জন অব্যাহত রাখা সম্ভব। আপনাদের এ যাত্রা পথ শুভ হোক, সফল হোক।

সম্মানিত সুধীমন্ডলি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। শুরু থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় তার কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম সফল প্রতিষ্ঠান

হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করবো শিক্ষার পরিবেশ, মান নিশ্চিত করে এর সাফল্য ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। সফল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নতুন নতুন সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বমান অর্জনের পথে অগ্রসর হবেন, আপনাদের কাছে আমরা এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে পারি। বর্তমান বাস্তবতার প্রয়োজনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন আইন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এই আইন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সহায়ক হবে। একই সঙ্গে যারা ব্যবসা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে চান তাদের পথও রুদ্ধ হবে। আমরা আশা করি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সফলতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলেই এ আইনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন। এই আইন অনুসারে যথাসম্ভব শীঘ্র অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হবে যা আমাদের পরিবেশ ও মান যাচাই এবং উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঠিক পরিচালনা, মান ও গুণগত উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হবে। আমরা আশা করি সরকারি ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা সকলেই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সকলের জন্যই আমরা মানসম্মত শিক্ষা ও সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই।

> *সম্মানিত সুধীমন্ডলি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যান্ড সায়েন্সেস স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। শুরু থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় তার কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।*

প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ, আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভকারী গ্রাজুয়েটবৃন্দ, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, আমরা দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আজও অর্জিত হয়নি। ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ, স্ব-নির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। বর্তমান সরকার সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছেন। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে যথাসাধ্য অবদান রাখার জন্য আমি আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলি, আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ, আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তি দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে যারা সক্ষম হবে তাদের জন্য গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির ইতিহাসে এই প্রথম সকল মহলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে প্রণীত জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। আমি আবারো নবীন গ্রাজুয়েটদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

আস্‌সালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সবাইকে।

ইউআইটিএস এর ট্রাস্টি বোর্ড ও পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এর স্বাগত ভাষণ

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।
নাহমাদুহু নুছাল্লি ওয়া নুছাল্লেমু আলা রাসুলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আউলিয়ায়ে উম্মাতিহী আজমাঈন। আউযুবিল্লাহে মিনাশ শাইতা'নির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ইক্‌রা বিসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক্ব। খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব। ইক্বরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম।

হে রাসুল (স:) আপনি কুরআন পড়ুন নিজের রবের নাম নিয়ে, যিনি (যাবতীয় বস্তুকে) পয়দা করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি কুরআন পড়ুন আর আপনার রব অত্যন্ত দয়ালু। যিনি (শিক্ষিত, লোকদিগকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। সুরা আলাক-আল কুরআন।

"Read in the Name of your Lord Who created, created man from a leechlike mass. Read your Lord is the Most Gracious, Who taught by the pen, taught man what he knew not." The very first revelation of the Holy Quran is to read to acquire knowledge. "The ink of the scholar is more meritorious than the blood of the martyrs" Prophet Muhammad (PBUH). "One hour's meditation in the creation of God is more meritorious than 1000 nights standing prayers" Prophet Mohammad (PBUH) The most important irony of the present world is that we are lacking knowledge and wisdom.

Albert Einstein said, "I do not need to know everything. I just need to know where to find it when I need it." Newton wrote shortly before his death : "I do not know what may happen to this world. But to me I seem to be a small boy playing on the sea shore and diverting myself here and there for a better shell or prettier one, while the entire ocean of truth all remain undiscovered before me."

উতলুবুল ইলমা ওয়া লাউ বিস্‌সীন। অর্থাৎ-
জ্ঞান অর্জনে প্রয়োজনে তোমরা সুদূর চীন দেশে যাও – নবীজী

"মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থ–
যিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন, তিনি তার রবকে চিনতে পেরেছেন – নবীজী

বদরের যুদ্ধে যুদ্ধ বন্দিদেরকে নবীজী মুক্তিপন আদায় করে মুক্ত করতেন। তাদের মধ্যে যারা বিদ্বান ছিলেন তাদেরকে কর ছাড়াই নবীজী মুক্তি দিতেন। এই শর্তে যে, তারা মুসলমানদের সন্তানদেরকে বিদ্যা শিক্ষা দান করবেন।

"বদ ওয়ার এল্‌ম ও ফান্ আমুখতান
দাদানে তীগ বেদাস্তে রাহ্‌যান" -রুমী

অর্থাৎ হৃদয়ের পবিত্রতাবিহীন লোক যদি অনেক বিদ্যা বুদ্ধিও অর্জন করে, তাতে সমাজের কোন উপকার হয় না। একজন ডাকাতের হাতে যদি আধুনিক মরণাস্ত্র তুলে দেয়া হয় তা যেমন সমাজের জন্য মহা বিপদজনক তেমনি অপবিত্র হৃদয়ের মানুষ বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করলেও তা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর নয়।

"তাখলিয়া বা তাহলিয়া বাইয়াদ যোরুর
তা নোমায়ি বাহরে এরফান রা অবূর" – রুমী।

"বিদ্যা, জ্ঞান, তখনি অলংকার এর মত জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে
যখন সে বিদ্যা পবিত্র হৃদয়ে স্থান লাভ করে।"
"আয় বাসা আলেম যে দানেশ বিনাসীব
হাফেযে এলেমাআস্ত অন্‌কাস নী হাবিব" – রুমি

"দু:খ হয় ঐসব লোকদের প্রতি যারা বিদ্যার বোঝা বহন করে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেছে অথচ তাদের হৃদয়কে উন্নত (প্রেমপূর্ণ) করতে পারে নাই।"

"এলম্ কায্ তোরা না বেস্তানাদ
জহল আযান এলম বেহ বুয়াদ বিছিয়ার কুন" - হাকিম ছানাই।
"যে, বিদ্যা মানুষকে তার অহমের গন্ডি হতে মুক্ত করতে পারে না, মুর্খতা তা হতে অনেক শ্রেয়।"

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." -Nelson Mandela.

"The highest art in human life is to awaken the dormant will force lying inside within and to nurse it to face the trials of life manfully with courage and determination to reach the ultimate destination." - Dr. Sir Mohammed Iqbal.

"Once you learn to read, you will be forever free."- Fredrick Doglass.

"Literacy is a bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society."- Kaffy Annan.

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."- Gandhi.

"To keep a nation strong and free-

There are somethings that must always be-

So long as values and characters are kept alive-

A nation and its people will always survive."

For any true development, we need two kinds of developments: one- accumulation of wealth by trade, commerce, Industries and economic activities. Other is to cherish the value system of its people. When both these combine together, there happens a real, balanced development. Our system of education should be to provide our children the ability to earn money and at the same time to show the path of spiritual enlightenment. The difference between ability and character is that ability will take us to a great height, but character and spiritual strength will help us to be there. The lust for comforts murders the patience of the soul and then one can walk grinnings on the funeral. Money will buy a bed not sleep; money can buy a book but not brain. Money can buy food but not appetite, medicine not good health, luxurious things not happiness, a passport, a ticket to travel all over the world, but not to heaven.

Dear Graduates!

We congratulate you for your brilliant success to be the worthy sons of our nation being conferred upon you the highest honor of international degree by His Excellency Md. Abdul Hamid, President of the People's Republic of Bangladesh and Chancellor of our University of Information Technology and Sciences (UITS). He is a worthy son of our nation, who has dedicated his whole life for the cause of our country.

Excellency, we express our profound gratitude for your kindly enlighting this great convocation by your kind presence and inspiring our graduates who have big dreams for the journey of their lives.

হাজার বছরের বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারে কেবলমাত্র আমাদের আলোকিত সন্তানেরা। আজকের এই ঐতিহাসিক দিবসে আপনি আমাদের দেশবাসীর পরম অভিভাবক হিসেবে দোয়া করুন আমরা যেন নিরলসভাবে কাজ করে আমাদের সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষাদান করে দেশের অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারি। আপনি জেনে খুশি হবেন আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞান তাপস ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রিমন্ডলীর সহযোগিতায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি অল্প খরচে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে সত্যিকার শিক্ষা বলা যায় না। আমরা আপনার দোয়ার বরকতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্যময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি অল্প খরচে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে সত্যিকার শিক্ষা বলা যায় না।

আজকের মহান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরেকজন বিশ্ববরেণ্য স্বপ্নদ্রষ্টা, মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী and Founder of the modern developed Malaysia, His Excellency Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad has been kind enough to be present amongst us in spite of his old age and many other preoccupations. He has also been accompanied by his gracious spouse and delegation to whom we all are indebted.

This will ignite our young graduates with the strong feeling, unlimited determination and limitless courage to build our motherland for us and for our future generation. Your Excellency we have no proper language for how to express our deep appreciation to your benevolence. We pray that Almighty God grant you a long life with good health, so that the entire human society in the modern world can follow your footprints.

Lives of great men all remind us how we can make our lives sublime, and while departing, leave behind us footprints on the sands of time. Today with us His Excellency Nurul Islam Nahid, MP, one of the best Education Minister we have ever produced in our country. We are grateful to him for enlighting the event by his kind presence. May God bless him and his family with enormous Mercy.

Amongst us today are honorable members of different ministries, Honorable Members of Parliament, Govt. high officials, ambassadors of different countries, invited distinguished guests, friends, well-wishers, guardians, press and media people and finally our most beloved students, members of the Trustee Board and their spouses. Ladies and gentlemen, we are very grateful to you all for making this event a great success.

May God bless you all with His divine Peace, Happiness and Prosperity (PHP), Ameen.

উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামাদ এর ভাষণ

মাননীয় সভাপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহান অতিথি ও সমাবর্তনবক্তা তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ, সম্মানিত বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফী মিজানুর রহমান ও সদস্যগণ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবর্গ, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও সুধীমণ্ডলী,

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করে আপনারা আমাদেরকে সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আপনাদের জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। আপনাদের মতো গুণী, জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহীদের শুভ কামনা এবং সহৃদয় সহযোগিতা আমাদের চলার পথের সহায় হোক– মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আজ এই আমার প্রার্থনা।

আজ ইউআইটিএস পরিবারের বিশেষ আনন্দের দিন এই জন্যে যে, আমাদের এই দ্বিতীয় সমাবর্তনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন আজকের মহান অতিথি, এশিয়ার মানবদরদী, প্রজ্ঞাবান এবং অনুকরণীয় রাজনীতিক, আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও প্রাক্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ। ইউআইটিএস এর প্রথম সমাবর্তনে সমাবর্তনবক্তার আসন অলংকৃত করেছিলেন বিশ্বখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ও ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. এ. পি. জে আবদুল কালাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস– এই উত্তাল মার্চে আমরা মান্যবর তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, আমরা তাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। আমি মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে আমাদের আজকের মহান অতিথি, এশিয়ার অন্যতম এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উপস্থিত সকলের প্রতি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

> দেশের স্বনামধন্য শিল্পগোষ্ঠী প্রিমিয়ার গ্রুপ পরিবার ও ইউআইটিএস ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মিজানুর রহমানের উদার মানবিক মূল্যবোধ এবং সুষ্ঠু দিকনির্দেশনায় উজ্জীবিত হয়ে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ইউআইটিএস তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, তিরিশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্ত এবং প্রায় তিন লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ও তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলাই একুশ শতকের মূল চ্যালেঞ্জ। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকার করে আমরা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছি। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ওয়েব প্রযুক্তি, ই-বুক, ই-লাইব্রেরি ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম-শহরের বৈষম্য কমছে; স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ই-চিকিৎসা শুরু হয়েছে, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের সেবা নিয়ে মানুষ বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য সহজে যোগাযোগ সম্পন্ন করতে পারছে; ব্যবসা, ব্যাংকিং ও কৃষি সেবাসহ সকল ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এই বাংলাদেশে। আনন্দের কথা এই যে, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) বাংলাদেশের প্রথম আইটি-বেইজড বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ইউআইটিএস এর স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল অব বিজনেজ, স্কুল অব লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস এর অধীন ১০টি বিভাগে মোট ১৭টি ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে। বর্তমানে ৯ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নতমানের গবেষণাগার রয়েছে ২৭টি। প্রয়োজনীয় পুস্তক, জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে ৪টি। শিক্ষার্থীরা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাচ্ছে। দেশ-বিদেশের উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রায় তিনশত শিক্ষক এখানে পাঠদান ও গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন। এভাবে ইউআইটিএস তথ্য-প্রযুক্তিবিদ তৈরি করে যাচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে দেশ ও সমাজের সেবায় গুররুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও নৈতিকতার সমন্বয়, ইউআইটিএস রিসার্চ সেন্টার ও ইউআইটিএস জার্নাল প্রকাশনা, দরিদ্র, মেধাবী ও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বৃত্তি এবং বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগদান ইত্যাদি ইউআইটিএসকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। বারিধারায় নিজস্ব জমির উপর ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি

অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) এর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে উলেখ্য যে, দেশের স্বনামধন্য শিল্পগোষ্ঠী পিএইচপি পরিবার ও ইউআইটিএস ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মিজানুর রহমানের উদার মানবিক মূল্যবোধ এবং সুষ্ঠু দিকনির্দেশনায় উজ্জীবিত হয়ে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ইউআইটিএস তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা জানি, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উচ্চশিক্ষার প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, পুরনো বিধি-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি প্রাজ্ঞ, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব; সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা পর্যাপ্ত অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হিমশিম খাচ্ছি; এবং উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেশে-বিদেশে ডিগ্রি অর্জনকারী ও যোগ্য শিক্ষকদের অনেক সময় ধরে রাখা কষ্টকর হয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞানী, পণ্ডিত ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। দেশে সেটার ঘাটতি থাকায় মানসম্মত উচ্চশিক্ষা থেকে জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তারা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে 'প্রেস্টিজ বিজনেজ' বিবেচনা করে নিজেদেরকে মালিক ভাবার কারণে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সৎ ও যোগ্য অধ্যাপকরা এগিয়ে আসছেন না। সেক্ষেত্রে মহান সুফিসাধক আলহাজ্ব মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড স্বল্প ব্যয়ে কাঙ্ক্ষিত মানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে– যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অনন্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুকরণীয়।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কয়েকটি দিক উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, স্বচ্ছ রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে পুরনো আইন ও বিধি-ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সম্পদ সমাবেশে বা রিসোর্স মবিলাইজেশনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং জোরদার করা এবং আইনটিকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করা। দ্বিতীয়ত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রেডিং করে মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনার সময় দেখেছি– অ্যাক্রিডিটেশনের সময় কাউন্সিল প্রতিনিধিরা ছাত্র-শিক্ষক-প্রশাসন সকলের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রয়োজনে কোনো

কোর্স বা বিষয়ের অনুমোদন স্থগিত, এমন কি বাতিল করারও সুপারিশ করে। ফলে মান বৃদ্ধির জন্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদা সচেষ্ট থাকে। অত্যন্ত আশার কথা এই যে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষাকে মানসম্মত করার লক্ষ্যে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; এবং নিশ্চয়ই আমরা সফলকাম হবো। তৃতীয়ত, দলীয় আনুগত্য, শিক্ষক সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে জেতা নয়, বরং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা বিচার করে উপাচার্য বা উচ্চপদে নিয়োগ দেয়া আবশ্যক। চতুর্থত, ভারতের মতো শিক্ষকদের জন্যে আলাদা বেতন কাঠামো করা– যাতে আমাদের মেধাবী ছেলে-মেয়েরা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হয়ে সম্মানজনক জীবন-যাপন করতে পারে; এ ছাড়া পড়াশোনায় অধিক

যত্নবান হওয়ার জন্যে শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং করাসহ সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন– নিয়মিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিতর্কসভা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, চীন, জাপান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে কারিগরী শিক্ষা। কারিগরী শিক্ষাবঞ্চিত আমাদের দেশের অদক্ষ জনশক্তি বিদেশে কী কষ্টকর ও মানবেতর অবস্থার শিকার হচ্ছে তা আমরা প্রায়শই প্রত্যক্ষ করি। এই তো ক'দিন আগেই গ্রিসের স্ট্রবেরি খামারে আমাদের দেশের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবি করলে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। আশার কথা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। বর্তমানে ৩৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ উলেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে। এ ছাড়া সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে কারিগরী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র স্থাপন করে দেশের ও বিদেশগামী জনশক্তির প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা খুবই প্রশংসনীয় বটে। বিশ্বের সব চেয়ে ধনী দেশ বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ কারিগরী জ্ঞানসহ হাইস্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। আত্মকর্মসংস্থানের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে কারিগরী বা প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা। বর্তমানে আউটসোর্সিং করে আমাদের শিক্ষার্থীরা, গৃহবধূরা ঘরে বসেই রোজগার করছেন। আমাদের বিপুল জনশক্তিকে কারিগরী জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জন দ্রুততর হবে। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস সেই লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কথা সর্বজনবিদিত যে, উচ্চশিক্ষার প্রধান অনুসঙ্গ হচ্ছে গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্য অনুযায়ী– ২০১১ সালে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টিতে গবেষণাখাতে কোনো বরাদ্দ ছিল না– যা উচ্চশিক্ষার জন্যে অশনিসংকেত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউআইটিএস রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত ইউআইটিএস জার্নাল প্রকাশ করে যাচ্ছি; বর্তমানে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটার-এইড এর সাথে 'আরবান রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং' শীর্ষক আমাদের একটি যৌথ গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে; এ ছাড়া প্রতি সেমিস্টারে আমরা গবেষণার জন্যে সাধ্যমতো অর্থ বরাদ্দ রেখে চলছি। আর, এ কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, বাংলাদেশে এখন প্রায় দুইলক্ষ শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজ খরচে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এতে আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় আড়াই লক্ষ থেকে ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত– যার পুরোটাই রাষ্ট্র বহণ করে। অন্যদিকে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় সাড়ে ৫ লক্ষ থেকে ৬৫ হাজার টাকা পর্যন্ত– যার পুরোটাই শিক্ষার্থীদের বহন করতে হয়। ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, উভয় খাতে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে চিকিৎসা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশী। তবে, একই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এহেন বৈষম্য ও বঞ্চনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আরও লক্ষণীয় যে, বর্তমানে অনেকটা বাণিজ্যের ধাঁচে বৃটেন, ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের নিজ খরচে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে নানাভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে– যা আরও ব্যয়বহুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী দেশগুলোতে পড়াশোনার ফাঁকে ছাত্রদের কিছু কাজের সুযোগ থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পে বা শিক্ষক-সহকারী হিসেবে কাজ করে নিজেদের শিক্ষা-খরচের একটা অংশ তারা মিটিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র ও জনসংখ্যাবহুল দেশে সে সুযোগ নেই বললেই চলে। কাজেই, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য ও বঞ্চনা কমিয়ে আনার জন্যে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং শিক্ষাখাতে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। এ ছাড়া দরিদ্র ও মেধাবীদের ধরে রাখার জন্যে বৃত্তি, সহজতম শর্তে ব্যাংক ঋণ, এবং প্রাসঙ্গিক উচ্চশিক্ষা সংশিষ্ট উদ্যোক্তারা বা শিল্প-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যত নিয়োগের শর্তে শিক্ষার্থীর জন্যে ঋণও দিতে পারেন।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্তৃতি কম হওয়ায় বেকারত্ব বেশী। কিন্তু বেকারত্বের জন্য আমাদের শিক্ষার নিম্নমান যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী হচ্ছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা। এই ভারতবর্ষে এক সময় লেখাপড়া শিখে সরকার বা বণিকের গদিতে একটি কেরানীর চাকরি জোগাড় করাটাই ছিল শিক্ষিত তরুণদের পরম আরাধ্য। বৃটিশ শাসনামলে ১৯৪০ সালে সমবায় বিভাগ প্রতিষ্ঠার আগে চাকরির প্রধান ক্ষেত্র ছিল শিক্ষা, পুলিশ ও রেল বিভাগে। তখন একজন শিক্ষিত তরুণের কাছে সরকারি-বেসরকারি একটি চাকরি ছিল সোনার হরিণ। ইতিহাসে এমনও দেখা যায়, ভারতবর্ষের

শিক্ষিত তরুণরা এক সময় কোন ব্যক্তির তিরোধানে শ্মশানঘাটে মরদেহ আসলে খোঁজ করত চাকরি খালি হলো কি-না। বিকল্প চিন্তা তাদের মাথায় ছিল না। কিন্তু আজকের তরুণেরা পৃথিবীব্যাপী আত্মকর্মসংস্থানের যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে সে বিষয়ে সম্যক সচেতন। আমাদের গ্রামীণ মেয়েরা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ব্যাপক হারে আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তাই, এখন দরকার শুধু মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে মানসম্পন্ন এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা এবং পুরনো ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তন এনে তাদের বিচিত্র পথে কর্মসংস্থানে যুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

এই বার্তা হৃদয়ে ধারণ করে ইউআইটিএস থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্নাতকেরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে, অনেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা অর্জন ও গবেষণারত রয়েছেন। আরেকটি বিষয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উলেখ না করলেই নয় যে, আমাদের বেশ কিছু স্নাতক ইউআইটিএসের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তথা আমাদের মান্যবর চেয়ারম্যান সুফি মিজানুর রহমানের অভিভাবকত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের বৃহত্তর শিল্পগোষ্ঠী পিএইচপি পরিবারেও কর্মরত রয়েছেন। আমরা, আমাদের প্রিয় চেয়ারম্যানকে সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, আজকের দিনে বাঙালির জ্ঞানশক্তি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি উলেখ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'বাংলা দেশের পক্ষ থেকে আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য,– নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র; তিনি বাংলা দেশের কোনো এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সঙ্ঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।' আমাদের শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, অসামান্য পণ্ডিত শ্রী শীলভদ্র প্রমুখ মণীষীরা পূর্ব-পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। আমাদের বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের 'ঈশ্বরকণা'র ধারণা আজ বাস্তবতা। মরমী সাধক লালন শাহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজররুল ইসলামের মতো কবি-দার্শনিক; মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাজনীতিকের উত্তরাধিকারী আমরা। কাজেই, আমাদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে, শুধু ইউআইটিএস কেনো, আমাদের সব বিশ্ববিদ্যালয় একদিন বিশ্বমানের হবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। অবশ্যই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

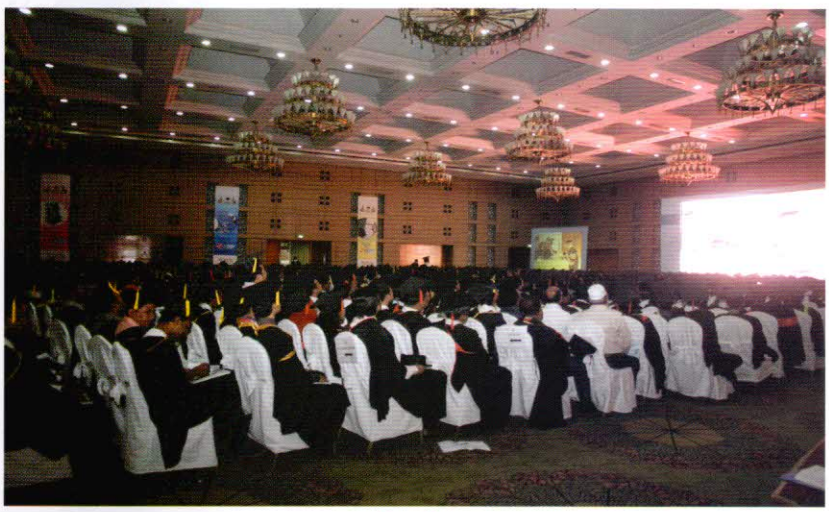

সেলিব্রেটি হল

আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আস্‌সালামু আলাইকুম
আউযু বিল্লাাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

Peace, Happiness & Prosperity - সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির উন্নততর শ্লোগানে গড়ে ওঠা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপরিবার পিএইচপি ফ্যামেলির মহত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, সমাবর্তনের মহান অতিথি ও অভিভাষণ বক্তা আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি, ইউআইটিএস-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান দেশ ও মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইনান্স কমিটি, ডীনবৃন্দ, প্রক্টর, বিভাগীয় প্রধানগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ও পরীক্ষানিয়ন্ত্রক, পরিচালক প্রশাসন ও গবেষণা কেন্দ্র, সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, মাননীয় মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবর্গ ও সংসদ সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ও কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, শিক্ষামন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়সহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ও পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ বিশেষ করে তথ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইভেন্টম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ, সেচ্ছাসেবকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ এবং যাদের উদ্দেশ্যে এই মহৎ ও

মহান আয়োজন সমাবর্তনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র/ছাত্রী ভাই ও বোনেরা সবাইকে ইউআইটিএস এর পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই সমাবর্তন সর্বাঙ্গীন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।
আমরা আবারও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাননীয় তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদকে ধন্যবাদ জানাই।

We thank you sir, Your Excellency Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad. Your presence as Convocation Speaker demonstrated your love and affection to the students of Bangladesh in general and students of UITS and our future educated citizens in particular, and also demonstrated your desire and co-operation for world-wide educational development, initiatives and progresses. As well we express our grateful thanks to Tun Dr. Siti Hasma for her attending the Convocation Ceremony. Our heartiest thanks to all the Malaysian Guests attending the Convocation Ceremony and the Ambassador of Malaysia and other diplomats to Bangladesh for their kind co-operation in all respects.

পরিশেষে আমরা ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস, ইউআইটিএস পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চ্যান্সেলর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আপনি জীবনের গুরত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় প্রদান করে আমাদের গ্রাজুয়েটদের মূল সনদ প্রদান করে আমাদের সকলের জীবনে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রইলেন।

আবারও সাবাইকে ধন্যবাদ।
খোদাহাফেজ
Long live Bangladesh & Malaysia

GALLERY

Sufi Mizanur Rahman is introducing Tun Dr. Mahathir to the Members of the BoT of UITS.

Chairman of BoT is introducing Dr. Mahathir to the Education Minister and UITS authority in the Convocation Venue.

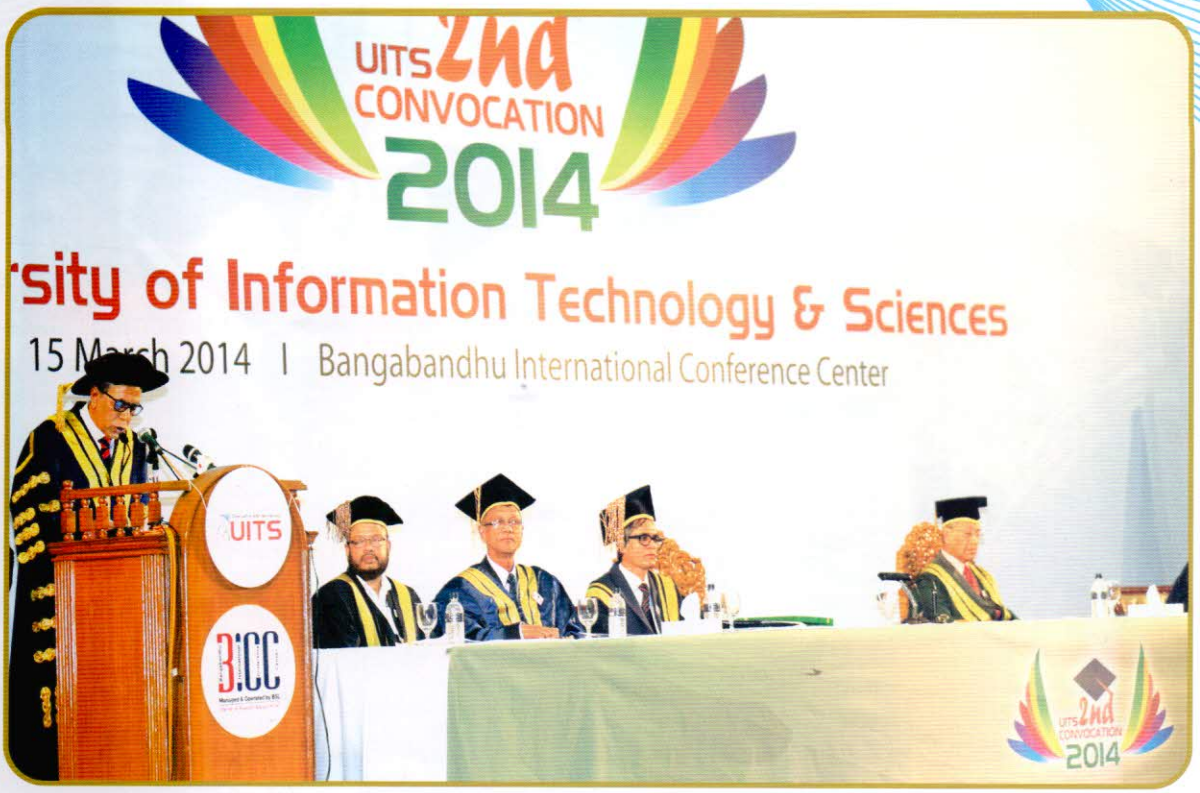

Honorable President H.E. Mr. Md. Abdul Hamid giving his speech

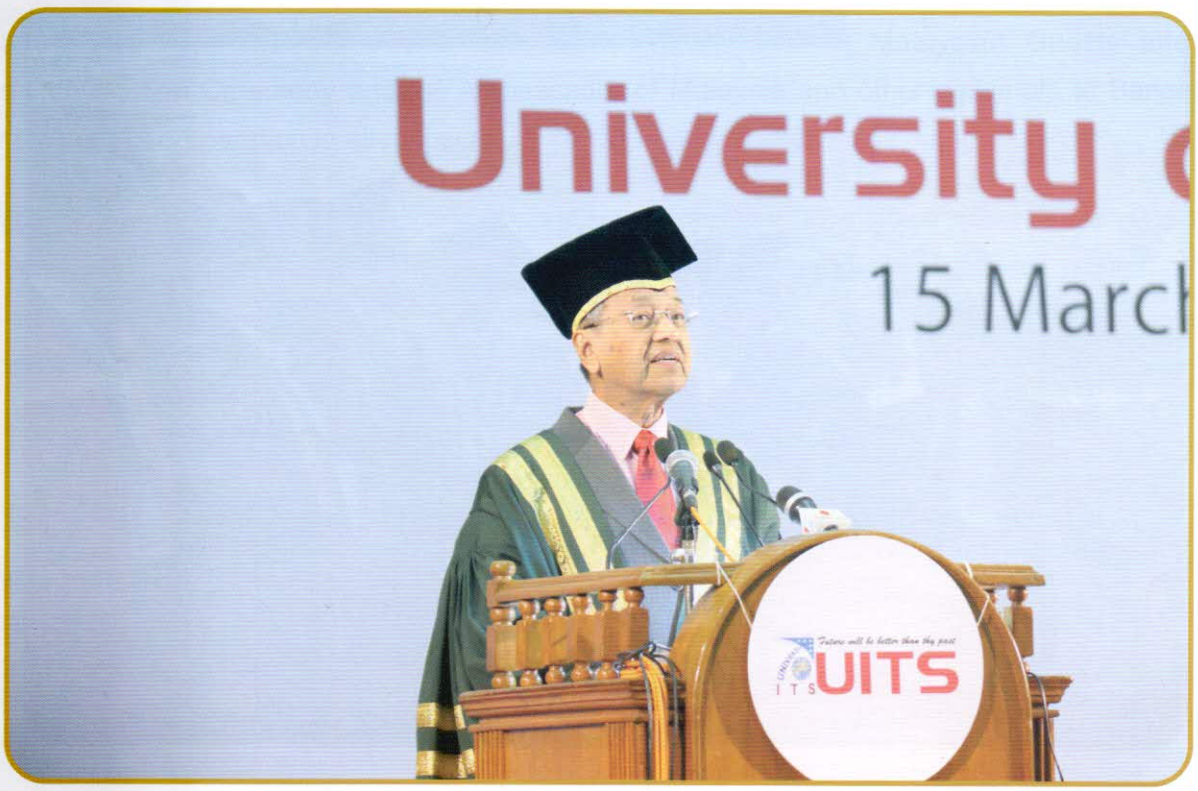

Convocation speaker H.E. Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad giving his speech

UITS

UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY & SCIENCES

Govt. & UGC approved since 2003

Future will be better than thy past

বাংলাদেশের প্রথম তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বসন্তকালীন (Spring) ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০১৫

৪ মাসের সেমিস্টার

প্রোগ্রাম সমূহ	টিউশন ফি (রেগুলার)	টিউশন ফি (ডিপ্লোমা)
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) (৪ বছর)	৩,৫৬,৪০০ টাকা	২,৯৭,০০০ টাকা
ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) (৪ বছর)	৩,৪১,০০০ টাকা	২,৯২,৬০০ টাকা
ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) (৪ বছর)	৩,৪১,০০০ টাকা	২,৭৯,৪০০ টাকা
ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) (৪ বছর)	৩,৪৩,২০০ টাকা	২,৭২,৮০০ টাকা
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) (৪ বছর)	৩,৪৩,২০০ টাকা	২,৭৯,৪০০ টাকা
বিবিএ (৪ বছর)	২,৮৯,৮০০ টাকা	
এলএলবি (সম্মান) (৪ বছর)	২,০৯,২৫০ টাকা	
বিএ (সম্মান) ইংরেজি (৪ বছর)	১,৬২,৫৪০ টাকা	
ইংরেজি (স্নাতকোত্তর, ১ বছর, সান্ধ্য)	৫১,০০০ টাকা	
আইএমবিএ (রেগুলার) (২ বছর)	১,৫৬,০০০ টাকা	
আইএমবিএ (এক্সিকিউটিভ) (১ বছর)	১,২৪,৮০০ টাকা	
এলএলএম (২ বছর)	৮৬,৪০০ টাকা	
এলএলএম (১ বছর)	৩৯,৬০০ টাকা	
এলএলবি (২ বছর)	৭৫,৬০০ টাকা	

৬ মাসের সেমিস্টার (জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর)

প্রোগ্রাম সমূহ	টিউশন ফি
সমাজকর্ম (বিএসএস সম্মান) (৪ বছর)	১,৩৫,০০০ টাকা
সমাজকর্ম (স্নাতকোত্তর, ১ বছর, সান্ধ্য)	৩৫,০০০ টাকা
ব্যাচেলর অব ফার্মেসি (৪ বছর)	৩,৩৮,০০০ টাকা

* শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ল্যাব ও লাইব্রেরি ফি : ১৫০০-২০০০ টাকা (প্রতি সেমিস্টার)
* শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ল্যাব ও লাইব্রেরি ফি : ৪,৫০০ টাকা (ফার্মেসির জন্য প্রতি সেমিস্টার)
* ভর্তি ফি: ১০,০০০ টাকা (এককালীন)
* ছাত্রকল্যাণ তহবিল : ২০০ টাকা (এককালীন)

ফরম বিতরন ও ভর্তি কার্যক্রম: প্রতিদিন সকাল ৯:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত

ইউআইটিএস-এর বিশেষত্ব

- দেশ-বিদেশের উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত পূর্ণকালীন শিক্ষকমণ্ডলী
- বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নতমানের গবেষণাগার
- স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ
- দরিদ্র, মেধাবী এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বৃত্তি ও বিনামূল্যে শিক্ষাদান
- উন্নতবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা ও যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম
- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সান্ধ্যকালীন শিক্ষার বিশেষ সুযোগ
- ঢাকার বারিধারায় এক একরের অধিক ভূমির উপর নির্মীয়মান নিজস্ব ক্যাম্পাস।
- নিয়মিত অনলাইনে পরীক্ষার ফল প্রকাশ
- ওয়াইফাই-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসে ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা

মেইন ক্যাম্পাস
গ-৩৭/১ প্রগতি সরণি, বারিধারা, জে-ব্লক
ঢাকা-১২১২। (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্ব দিকে)
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫১ / ৮৮৯৯৭৫২ /
+৮৮ ০১৯৩৮-৮৩২৭৫৫ / +৮৮ ০১৭৩০-৪২৯৬৫৫
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫৩

কাকরাইল ক্যাম্পাস
পিএইচপি টাওয়ার, ১০৭/২ কাকরাইল
ঢাকা-১০০০। ফোন: +৮৮ ০২ ৯৩৩১১৩৩
+৮৮ ০২ ৮৩৩৩৭৬৯ +৮৮ ০১৭১৬-৯৩৭৪৫৬

স্থায়ী ক্যাম্পাস
হোল্ডিং নং-১৯০, ব্লক # বি
মধ্য নয়ানগর, ভাটারা, বারিধারা,
ঢাকা-১২১২।
ফোন: +৮৮ ০১৯১৩৩০৫১৫৫

E-mail : info@uits.edu.bd
Web: www.uits.edu.bd

an initiative of PHP Family

The Under construction Proposed permanent campus of UITS

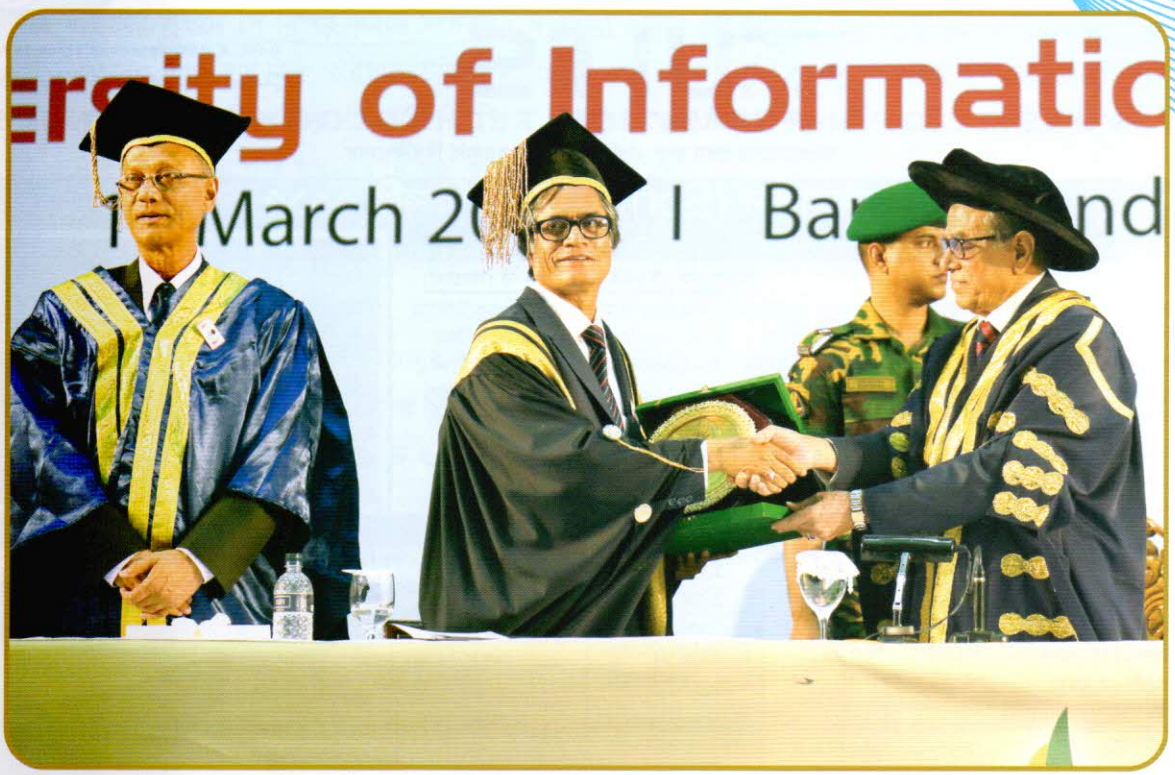

Vice Chancellor is receiving Crest from the Honorable President. Education Minister is beside them.

Deans of the Schools Prof. ANM Shareef, Dr. Afzal Ahamed and Dr. Shaila Salahuddin

Honorable President is awarding gold medal

Honorable President is awarding gold medal

Honorable President is awarding gold medal

Part of the Audience of the Convoaction Ceremony.

Gold Medalists in the stage with BoT Chairman, VC, Pro-VC and Director (Admin).

Dr. Afzal Ahmed, Dean School of Science & Engineering; Professor A.N.M. Shareef, Dean, School of Business; Dr. Abdullah Al Mamun Chowdhury, Registrar; Professor Dr. M Abdussattar, Controller of Examination and Professor Mohammad Farid Uddin Khan, Director, UITS Research Center in the Convocation Procession of the Chancellor.

Graduates at Hall of Fame

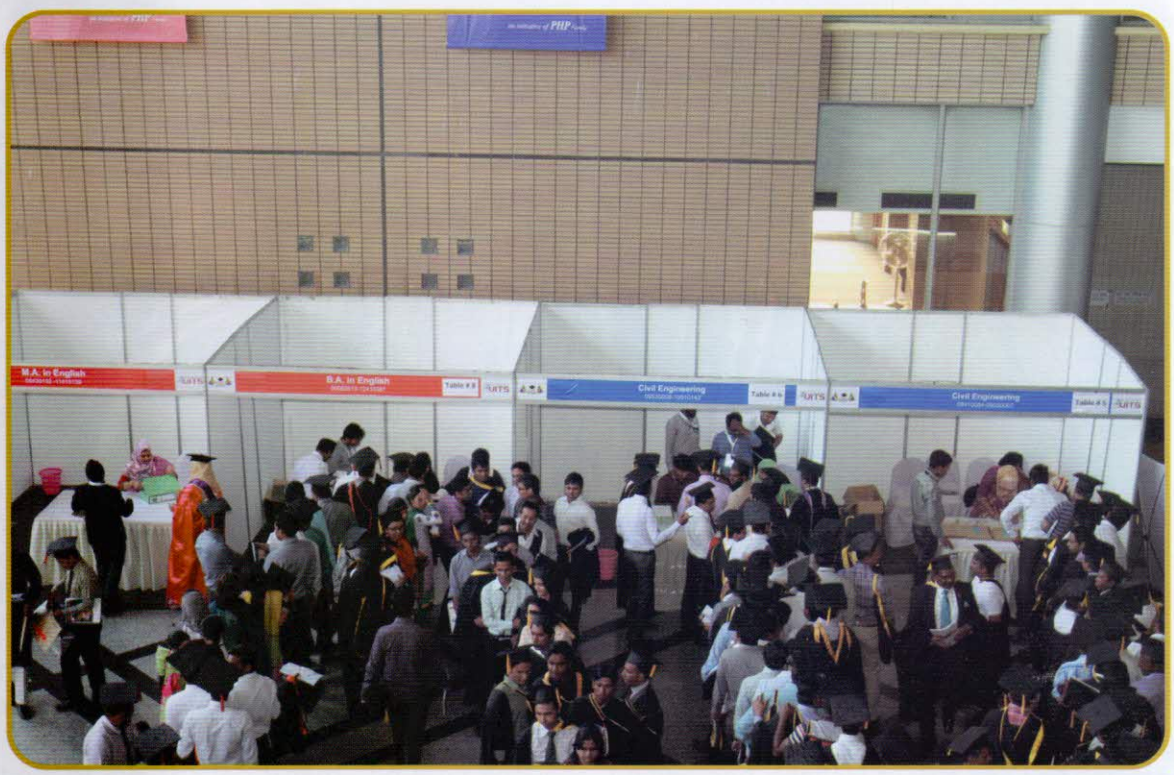

Students' are collecting their certificates

Graduating students

Graduating students pose for picture behind UITS symbol.

Graduating students enjoying Convocation Ceremony with fun and play.

Graduating Students in the queue.

After the Convocation Ceremony Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad spoke with the Journalists & Media people in Meet the Press Program. Along with him are Professor Dr. Samad, Mohammed Mohsin and Mr. Zillur Rahman (Right) and Professor. Dr. KM Saiful Islam Khan, Mr Iqbal Hossain and Sufi Mizanur Rahman (Left)

Inroducing Speech of Sufi Mizanur Rahman in the Meet the Press Program of Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad.

Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad is in Meet the Press program soon after the Convocation Ceremony.

Audience are seen in the Meet the Press program.

Dr. Mahathir Bin Mohamad , Sufi Mizanur Rahman and Mr. Iqbal Hossain.

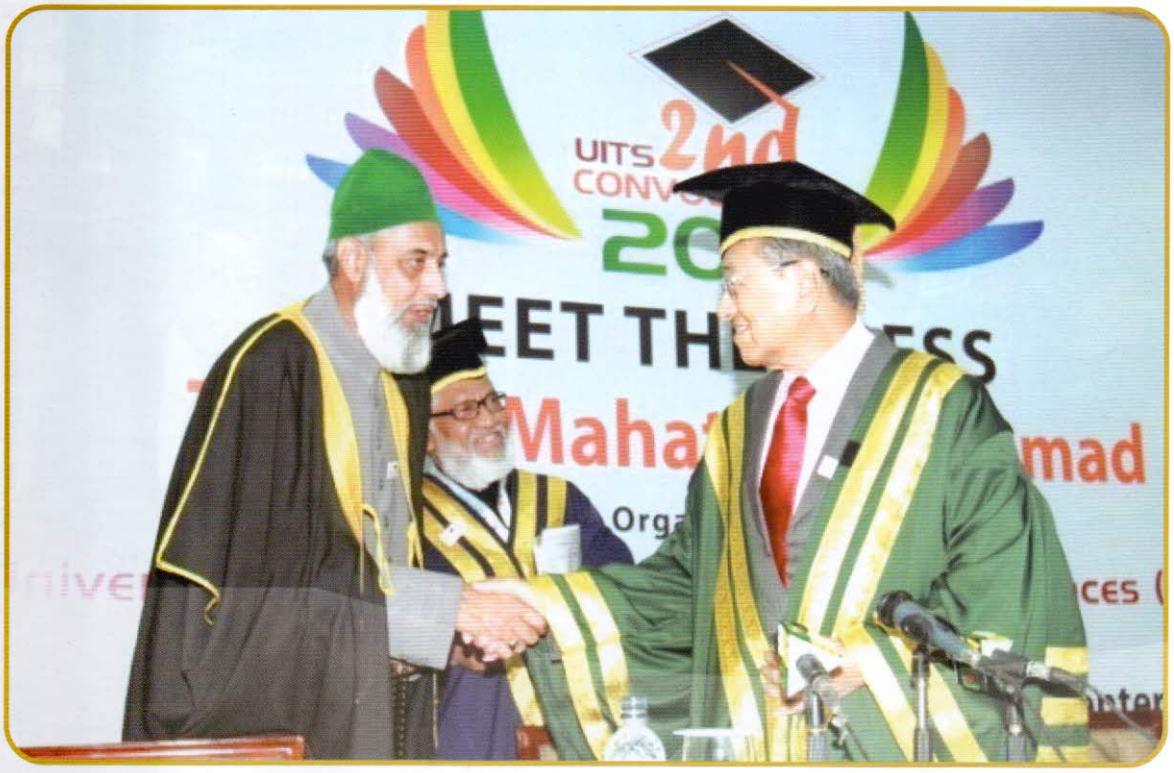

Spiritual personality of Hazrat Nizamuddin Awlia of Delhi meets Dr. Mahathir Bin Mohamad during the 2nd Convocation of UITS

Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad and his entourage were received by the UITS authority in the Shah Jalal International Airport

Tun Dr. Mahathir Bin Mohammad in the Airport (VIP Lounge)

Tun Dr. Mahathir Bin Mohammad In the Airport

Chairman of BoT & VC of UITS received Dr. Mahathir Bin Mohamad and his wife Tun Dr. Siti Hashma Mohammad Ali in the ariport.

UITS

Govt. & UGC approved since 2003

Future will be better than thy past

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

সমাজকর্ম বিভাগে ভর্তি চলছে

সমাজকর্মে বিএসএস (অনার্স) ও ১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স প্রোগ্রাম

৬ মাসের সেমিস্টার: জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর সমাজকর্ম বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী বিএসএস (অনার্স) ও ১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীবৃন্দ আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির আবেদনের যোগ্যতা

(১) **বিএসএস (অনার্স):** এসএসসি এবং এইচএসসি অথবা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় **কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/ ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ২.৫ থাকতে হবে।**

(২) **১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স প্রোগ্রাম:** এসএসসি এবং এইচএসসি অথবা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/ ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ২.৫ থাকতে হবে এবং সমাজকর্ম বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি অথবা সমাজকর্ম বিষয়ে এমএসএস ১ম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উল্লেখ্য যে, মনোবিজ্ঞানসহ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের যে কোন বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ১ (এক)বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

বর্তমান বিশ্বের মনো-আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর আধুনিক বিষয় সমাজকর্মের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রাজুয়েটদের বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি ও চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা খুবই কার্যকর এবং প্রয়োজনীয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা সমাজকর্ম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস, শিক্ষকতা ও এনজিওতে চাকরিসহ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইনোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সমাজকর্ম বিভাগের দুইবারের ভিজিটিং প্রফেসর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও প্রাক্তন পরিচালক; বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (বিসিএসডব্লিউই)-এর সভাপতি; এশিয়ান-প্যাসিফিক এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (এপিএএসডব্লিউই)-এর বোর্ড মেম্বার এবং বাংলাদেশে সমাজকর্মের উচ্চশিক্ষার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের পথিকৃৎ-শিক্ষাবিদ এবং ইউআইটিএস-এর সমাজকর্ম বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়মিত পাঠদান ও বিভাগটি তত্ত্বাবধান করছেন।

বিএসএস (অনার্স): ১,৩৫,০০০ টাকা	বিএসএস (অনার্স): ১৩৫.০ ক্রেডিট
মাস্টার্স প্রোগ্রাম : ৩৫,০০০ টাকা	মাস্টার্স প্রোগ্রাম : ৩৫.০ ক্রেডিট

যোগাযোগের ঠিকানা: গ-৩৭/১ প্রগতি সরণি (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বদিকে), বারিধারা, জে-ব্লক, ঢাকা-১২১২।
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫১ / ৮৮৯৯৭৫২ / ০১৯৩৮-৮৩২৭৫৫ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫৩, ওয়েব: www.uits.edu.bd

UITS VC, Dr. Mahathir Bin Mohamad & BoT Chairman
along with other BoT members and higher officials.

Soon after landing from the plane at the Shah Jalal International Airport.

UITS
UNIVERSITY OF I T S

Govt. & UGC approved since 2003
Future will be better than thy past

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

Earn a Degree That Makes You More Valuable Globally ... *achieve your best*

Admission going on B.Pharm.

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)

Why preferred?

- ★ Highly experienced faculty
- ★ Well equipped lab facilities
- ★ Industrial tour & training facilities

Admission Eligibility

Students who have passed Higher Secondary Certificate Examination in Science with GPA at least 2.50 or have passed GCE O-Level and A-level examinations in any five science subjects including these four, of which at least two must be at the A-Level examination and secured B grades in at least three of them at any level are eligible for admission into the B. Pharm. course.

The Department of Pharmacy offers the Bachelor of Pharmacy i.e., B. Pharm. Degree. Bachelor of Pharmacy is a four-year degree course, which includes theoretical courses, laboratory works, project works and intensive industrial and hospital training. This program aims at providing students with modern and broad-based education in pharmaceutical sciences and preparing them as well-trained pharmacy professionals/pharmacists to meet the needs of the Pharmacy profession as practiced all over the world.

In any field of the Pharmacy profession, B. Pharm. graduates have ample scope to work in the production, quality control, quality assurance, sales and promotion departments of the pharmaceuticals manufacturing industries and in the Community and Hospital pharmacies both at home and abroad.

Total Credit: 169.0 | **6 Month Semester** | **Total Cost: 3,85,000 BDT**

Contact Address: GA - 37/1, Jamalpur Twin Tower (Tower 2), Pragati Sharani,Baridhara View, Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh. Phone : 880-2-8899752, Admission: +880 1938832755

Honorable BoT Chairman Sufi Mohammed Mizanur Rahman and BoT family members are in front of Convocation Banner on the stage.

Sufi Mohammed Mizanur Rahman and other respected members of the Board of Trustees of UITS.

Devine blessings mixed with hard work and backed by good intentions can make miracles.

-Alhaj Sufi Mohammed Mizanur Rahman

MAIN CAMPUS

Jamalpur Twin Tower (Tower 2), Baridhara View,
GA - 37/1 Pragati Sharani, Baridhara J-Block,
Dhaka 1212,Tel.: 8899751, 8899752, 01938832755,
Fax:8899753.

PERMANENT CAMPUS

Holding # 190, Road # 04,
Block # B, Maddha Nayanagar,
Dhaka -1212

KAKRAIL CAMPUS

PHP Tower, 107/2 Kakrail,
Dhaka, Tel.: 9331133, 01716937456

Chief Editor	: Prof. Dr. KM Saiful Islam Khan
Editor	: Prof. Mohammad Farid Uddin Khan
Research Officer	: Fahmina Fazley
Research Fellow (IT)	: Al Imtiaz
Graphics Designer	: Nazmus Sayadath Rhythm

Published by UITS Research Center

web: www.uits.edu.bd

E-mail: info@uits.edu.bd